অবিলম্বে এটিএম আজহারকে নিঃশর্ত মুক্তি, দলীয় প্রতীক ও নিবন্ধন ফিরিয়ে দিন, না দিলে আমাদের বিক্ষোভ-সমাবেশ-আন্দোলন কোন ভাবেই বন্ধ হবে না

আবু বকর– ‘আওয়ামী ফ্যাসীবাদীদের পতন হলেও মজলুম জননেতা এটিএম আজহারুল ইসলাম এখনো কারাগারে অন্তরীণ রয়েছেন; তাই আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা, অবিলম্বে তাকে নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে আমাদের বিক্ষোভ-সমাবেশ-আন্দোলন কোন ভাবেই বন্ধ হবে না বরং জনগণ তাদের নেতাকে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্ত করেই ছাড়বে’ বলে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর পল্টন মোড়ে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণের যৌথভাবে আয়োজিত এ বিক্ষোভ পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. মুহা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমের যৌথ পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসেন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, ঢাকা মহানগরী উত্তরের নায়েবে আমীর ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা, দক্ষিণের নায়েবে আমীর আব্দুস সবুর ফকির ও এডভোকেট হেলাল উদ্দিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আতিকুর রহমান,ঢাকা জেলা আমীর মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, নাজিমুদ্দিন মোল্লা ও ডা.ফখরুদ্দিন মানিক এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন, কামাল হোসেন ও ড. আব্দুল মান্নান প্রমূখ।

বিক্ষোভ মিছিল পল্টন মোড় থেকে শুরু হয়ে শাহবাগে এসে সমাবেশে মাধ্যমে সমাপ্তি হয় ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী ফ্যাসীবাদীরা দেশে অপশাসন- দুঃশাসন চালিয়েছে। এ সময় বাকশালীরা জামায়াতকে বিশেষভাবে টার্গেট করে দলের শীর্ষনেতাদের একের এক গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করেছে। এ সঙ্কটকালে জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম দলের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

কিন্তু আওয়ামী তাদের পথের কাঁটা সরানোর তাকেও মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগে দীর্ঘ ১৩ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্টে আটক করে রেখেছে। আমীরে জামায়াত সরকারের কাছে প্রশ্ন রেখে বলে বলেন, দেশ ফ্যাসীবাদ মুক্ত হলেও এটিএম আজহার মুক্ত হলেন না কেন ? তিনি সরকারের কাছে আজহারুল ইসলামের মুক্তির সময়সীমা জানতে চেয়ে বলেন, আমরা তার মুক্তি কবে হবে তা সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই। আমাদের উদারতা ও ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করবেন না। তিনি এ বিষয়ে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার আগস্ট বিপ্লবের সকল মজলুম একে একে মুক্তি লাভ করলেও এটিএম আজহারই ব্যক্তিক্রম। মূলত, তিনি সহ জামায়াতের শীর্ষনেতারা ফ্যাসীবাদের সাথে আপোষ করেন নি বলেই তাদের ওপর ইতিহাসের বর্বর ও নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে। শীর্ষনেতাদের ফাঁসির মঞ্চে পাঠানো আগেও তাদেরকে নানাবিধ আপোষ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের আপোষহীন ও অকুতোভয় নেতারা সেসব প্রস্তাবকে পায়ের তলে ফেলে শাহাদাতকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন । আর আমরা তাদেরই উত্তরসূরি। তাই আমরা চরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি। কিন্তু সবকিছুর সীমা আছে। তিনি অবিলম্বে সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের নিঃশর্ত মুক্তি, দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ও দলীয় নিবন্ধন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

আমীরে জামায়াত বলেন, আমরা বিগত সাড়ে ১৫ বছর ফ্যাসীবাদের জুলুম-নির্যাতন ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছি। কিন্তু আমরা কারো সাথে আপোষ করিনি। কিন্তু দেশ এখনো বৈষম্যমুক্ত হয়নি। তাই দেশ যতদিন বৈষম্যমুক্ত না হবে, ততদিন আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম বন্ধ হবে না। কারণ, আমাদের বিজয় সবে শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয়নি। তিনি উচ্চকিত কন্ঠে স্লোগান দিয়ে বলেন, ‘আবু সাঈদ মুগ্ধ; শেষ

হয়নি যুদ্ধ’। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের যুদ্ধ-সংগ্রাম চলছে এবং চলবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি মহল বিশেষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ফ্যাসীবাদের ভাষায় কথা বলবেন না। রাজনৈতিক ভাষায় কথা বলুন। আমাদের ভয় দেখাবেন না; চোখ রাঙিয়ে কথা বলবেন না। আমরা কারো চোখ রাঙানীকে ভয় করিনা। তিনি সকল প্রকার দলমতের উর্ধ্বে ওঠে সকল প্রকার ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহবান জানান।
মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, এটিএম আজহারুল ইসলামকে বিচারের নামে প্রহসন ও ক্যাঙ্গারু কোর্টের মাধ্যমে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচারের পতনের পরও তার মুক্তির দাবি নিয়ে আমাদেরকে রাজপথে নামতে হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে এটিএম আজহারের মুক্তি, দলীয় নিবন্ধন ও প্রতীক ফিরে দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। অন্যথায় আগামী দিনের আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপ দেওয়া হবে বলে হুশিয়ারি দেন।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, আওয়ামী ফ্যাসীবাদের পতনের পর অনেকের নামে মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু জননেতা এটিএম আজহারুল ইসলাম সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ১৪ বছর কারারুদ্ধ থাকলেও সরকার তার মুক্তির ব্যবস্থা করেনি। দলীয় নিবন্ধন এবং প্রতীকের বিষয়টি অমিমাংসিতই রয়ে গেছে। তিনি টালবাহানা বন্ধ করে অবিলম্বে এটিএম আজহারুল ইসলামের মুক্তি, দলীয় নিবন্ধন ও প্রতীক ফেরত দিতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। অন্যথায় দুর্বার গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা হবে।